

রম্ভা তৃতীয়া ব্রত

একদিন ব্রহ্মা দেবের্ষি নারদকে বললেন, হে নারদ ! রম্ভা-তৃতীয়া ব্রতের কথা বলছি শোনো। এই রম্ভা-তৃতীয়া ব্রত করলে সৌভাগ্যসহ স্ত্রী-পুত্র লাভ হয়ে থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে এই ব্রত আরম্ভ করে এক বছরে এই ব্রত সম্পূর্ণ করতে হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে বারায়ণ নামে দেবীর পূজা করবে, এই দেবীর পূজা করলে সৌভাগ্যপ্রাপ্তি হয়। আষাঢ় মাসে লবঙ্গফুলে মাধবী নামে দেবীর পূজা করবে, এই দেবীর পূজা করলে শোননাশ হয়।

শ্রাবণ মাসে টগরফুলে শ্রী নামে দেবীর পূজা করবে, এই দেবীর পূজা করলে ধন-ধান্য বৃদ্ধি হয়। ভাদ্র মাসে পদ্মফুলে বমিলা নামে দেবীর পূজা করবে, এতে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়।

আশ্বিন মাসে জবাফুলে নগনন্দিনী নামে দেবীর পূজা করবে, এই দেবীর পূজা করলে পাপনাশ হয়। কার্তিক মাসে জাতফুলে পদ্মজা নামে দেবীর পূজা করবে, এই দেবীর পূজা করলে ভব-ভয় দূর হয়।

অগ্রহায়ণ মাসে বলেপাতা দিয়ে উমা নামে দেবীর পূজা করবে, এই দেবীর পূজা করলে সর্বসৌভাগ্য লাভ হয়। পৌষ মাসে কুরুবকফুলে গরিজা নামে দেবীর পূজা করবে, এই দেবীর পূজা করলে পুত্র-পৌত্রাদি জন্মে।

মাঘ মাসে কহলার ফুলে সুভদ্রা নামে দেবীর পূজা করবে, এই দেবীর পূজা করলে সৌন্দর্যবৃদ্ধি হয়। ফাল্গুন মাসে কুন্দফুলে গোমতী নামে দেবীর পূজা করবে, এই দেবীর পূজা করলে দীর্ঘায়ু হওয়া যায়।

চৈত্র মাসে দমনকফুলে বশিলাক্ষী নামে দেবীর পূজা করবে, এই দেবীর পূজা করলে পশু-সম্পত্তি লাভ হয়। বৈশাখ মাসে ডরণকিফুলে অশোকা নামে দেবীর পূজা করবে, এই দেবীর পূজা করলে দহো দেবীলোকে গতি হয়ে থাকে।

এইভাবে বিভিন্ন ফুলে বিভিন্ন নামে দেবীর পূজা করে বছর পূর্ণ হলে সোনার উমা-মহেশ্বর মূর্তি পূজা করে ব্রাহ্মণ ও কুমারীদের পূজা এবং দক্ষিণা দানে সন্তুষ্ট করতে হয়।।